সমকাল

তারিখ 01 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

কর্মমুখী শিক্ষার উন্নয়নে ৭৮০ কোটি টাকা দেবে বিশ্বব্যাংক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক' শিক্ষার উন্নয়নে ১০ কোটি ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৭৮০ কোটি টাকা। গতকাল বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এ অর্থ দিয়ে দুই লাখ গরিব শিক্ষার্থীর কর্মমুখী শিক্ষা ও ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। আগে এ প্রকল্পে মোট ১৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার অর্থায়ন করেছে সংস্থাটি। চলমান প্রকল্পে এখন নতুন করে 'বাড়তি' ১০ কোটি ডলার দেবে সংস্থাটি। ছয় বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৮ বছরে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে সরকারকে। ঋণের বিপরীতে সার্ভিস ধরা হয়েছে দশমিক ৭৫ শতাংশ। যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত আলোচ্য প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি কানাডা সরকারও অর্থায়ন করেছে। এ প্রকল্পে কানাডার অনুদানের পরিমাণ এক কোটি ৬৭ লাখ ডলার।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহান্স জট বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৩ লাখ যুবক শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন। দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষমানব সম্পদ তৈরি করে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এ প্রকল্পের টিম লিডার মোখলেসুর রহমান বলেন, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে হলে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোর সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের বাড়তি অর্থায়ন এ কাজ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

চলমান প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে সারাদেশের ৯৩টি পলিটেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের এক লাখ ১০ হাজার গরিব শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাড়তি অর্থায়নের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নতুন করে আরও ৭০ হাজার শিক্ষার্থীকে স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাংকের বাড়তি অর্থ দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, গার্মেন্টসসহ মোট ৩৮টি খাতে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।